কলকাতা উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯-এর সিআরআর ১১৬৬

রোকিয়া @রোকিয়া বেগম

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্যঃ	**শ্রী উদয় শঙ্কর চ্যাটার্জি, কুমারী স্নিগ্ধ সাহা, কুমারী অনিশ্বরী দত্ত।**
রাজ্যের জন্যঃ	**শ্রী মনোরঞ্জন মাহাতো।**
বিপরীত পক্ষ নং ২ থেকে ১৪-র জন্যঃ	**কেউ নয়।**
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	**১২.০৯.২০২৩**
বিচারঃ	**০৪.১০.২০২৩**

বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল):

১। বর্তমান সংশোধনীটি ২৬.০৩.২০১৯ তারিখের ফৌজদারি বিবিধ মামলা নং ২২৯৪, ২০১৮ সালে বর্ধমানের বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশের বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে যেখানে বিজ্ঞ বিচারক ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৮ ধারার অধীনে আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন, যাতে ২০১৬ সালের কেতুগ্রাম পি.এস. মামলা নং ৩৬৬ থেকে উদ্‌ভূত জি.আর. মামলা নং ১০৫৭, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/৪৪৮/৩৮০/৪২৭/৪৩৬/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে কাটোয়ার অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের বিজ্ঞ আদালত থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং জি.আর. মামলা নং ৪০, ২০১৭ সালের ৪০, বর্ধমানের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক বিচার করা হয়েছিল। কেতুগ্রাম থানা থেকে উদ্‌ভূত ২০১৬ সালের ৯১১ নম্বর মামলা। ২০১৬ সালের ৩০.১০.২০১৬ তারিখের মামলা নং ৩২৬, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪১/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ এর অধীনে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, কাটোয়া, জেলা-বর্ধমানের সামনে বিচারাধীন, কারণ মামলা দুটিই একটি 'মামলা এবং পাল্টা মামলা'।

২।ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/৪৪৮/৩৮০ ৪২৭/৪৩৬/৫০৬/ ৩৪ ধারার অধীনে এর বিরুদ্ধে ২০১৬ সালের কেতুগ্রাম পি. এস. মামলা নং ২০১৬ সালের ৩৬৬ তারিখ ২০.১২.২০১৬ থেকে উদ্‌ভূত ২০১৬ সালের জি.আর. ১০৫৭ বিপরীত পক্ষের সংখ্যা এখানে ২ থেকে ১৪।

৩। উক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কেতুগ্রাম পুলিশ স্টেশন দ্বারা একটি আনুষ্ঠানিক এফ. আই. আর নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যা ২০১৬ সালের ৩৬৬ নং (২০১৬ সালের জি. আর. মামলা নম্বর ১০৫৭) কেতুগ্রাম পুলিশ স্টেশন মামলা তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারার অধীনে এর বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়েছিল বারো জন অভিযুক্ত ব্যক্তি।

৪। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে এবং তথ্যের ভুলের আকারে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেয়। এরপরে আবেদনকারী বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট এবং বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়ালের সামনে পুলিশের দায়ের করা উক্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ/নারাজি পিটিশন দায়ের করে।ম্যাজিস্ট্রেট, কাটোয়া ভারপ্রাপ্ত অফিসার, কেতুগ্রামকে নির্দেশ দিতে পেরে খুশি হয়েছিলেন বিষয়টি আরও তদন্তের জন্য পুলিশ স্টেশন। এরপর পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্ত করে এবং ২ থেকে ১৪ নম্বর বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় অভিযোগপত্র জমা দেয়, যার মধ্যে গয়েল @গোপাল সেখ ছিলেন, যাঁকে পরে সেই দিন অর্থাৎ ২৯শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং গোপাল সেখ, জি. আর. মামলা নং ২০১৬ সালের ৯১১ নম্বর মামলাটি ২০১৬ সালের কেতুগ্রাম থানা মামলা নম্বর ৩২৬ তারিখের থেকে উদ্ভূত হয়েছিল ৩০.১০.২০১৬ তারিখের আবেদনকারীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে শুরু করা হয়েছিল।

৫। একই ঘটনার ভিত্তিতে, বিশেষ করে গয়েল @গোপাল সেখ-এর কথিত হত্যার ঘটনায়, তাঁর স্ত্রী চানু বিবি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুকিৎ সেখ-এর বিরুদ্ধে, যিনি আবেদনকারীর শ্যালক, দীপু সেখ @মোফুজ সেখ আবেদনকারীর স্বামী, আবেদনকারী এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের কিছু আত্মীয় এবং এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে ২০১৬ সালের (জি. আর. মামলা নম্বর ৯১১) কেতুগ্রাম থানা মামলা ২০১৬ সালের নম্বর ৩২৬-এর অধীনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ এবং ২৭ ধারা এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩ এবং ৪ ধারায় অভিযুক্ত সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে। তদন্তের পর, পুলিশ কর্তৃপক্ষ ২৬.০১.২০১৭ এর অধীনে চার্জশিট দাখিল করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ ধারা পড়ে অভিযুক্ত সাতজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ধারা ২৫(I খ)(কে) এবং ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৯(খ)(II) ধারা সহ এফ.আই.আর. ।

৬। ২০১৬ সালের কেতুগ্রাম থানা মামলা নং ৩৬৬ থেকে উদ্ভূত ২০১৬ সালের জি. আর. মামলা নং ১০৫৭-এ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন ২০১৬ সালের জি. আর. মামলা নং ৯১১-এর আবেদনকারী/প্রকৃত অভিযোগকারীর শ্বশুরবাড়ি এবং আত্মীয় ২০১৬ সালের কেতুগ্রাম থানা মামলা নং ৩২৬ থেকে।

৭। ২০১৬ সালের ৯১১ নম্বর জি. আর. মামলা, ২০১৭ সালের ৪০ নম্বর দায়রা মামলাটি বর্ধমানের বিজ্ঞ সেশন বিচারক দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল এবং তারপরে এটি বিচারের জন্য বিজ্ঞ অ্যাডিশনাল সেশন বিচারক, কাটোয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ২৫ নম্বর আদেশ দ্বারা অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল ২৫.০৬.২০১৮ এবং সাক্ষ্যের সময়সূচী নির্ধারণ করা হবে ৩০শে জুলাই, ২০১৮ উক্ত ক্রম অনুসারে আদেশ।

৮। জি. আর. আবেদনকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হওয়া ২০১৬ সালের ১০৫৭ নং মামলাটি বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কাটোয়া, বর্ধমানের সামনে বিচারাধীন রয়েছে এবং মামলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে।

৯। আবেদনকারী বলেছেন যে ২০১৬ সালের জি.আর. ৯১১ নম্বর মামলা থেকে উদ্‌ভূত ২০১৭ সালের ৪০ নম্বর দায়রা মামলার অভিযুক্ত হলেন দীপু সেখ বর্তমান আবেদনকারীর স্বামী এবং সুকিত সেখ বর্তমান আবেদনকারীর শ্যালক। অন্যদিকে, বিপরীত পক্ষ নং ৩, অর্থাৎ তোয়েব সেখ এবং বিপরীত পক্ষ নং ৭, অর্থাৎ লাল সেখ ২০১৬ সালের জি. আর. মামলা নং ১০৫৭-এ অভিযুক্ত এবং ২০১৬ সালের ৪০ নম্বর দায়রা মামলার সাক্ষী উদ্‌ভূত ২০১৬ সালের জি.আর. ৯১১ নং।

১০। আবেদনকারী বর্ধমানের বিজ্ঞ সেশন বিচারকের কাছে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৮ ধারার অধীনে আবেদন করেছিলেন। এটি ফৌজদারি বিবিধ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। ২০১৮ সালের ফৌজদারি মিস মামলা নং ২২৯৪।

১১। ২৬.০৩.২০১৯ তারিখে, বর্ধমানের বীজ্ঞ সেশন বিচারক, ২০১৬ সালের ৩৬৬ নং কেতুগ্রাম পুলিশ স্টেশন মামলাটি লার্নড অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কাটোয়ার আদালত থেকে বীজ্ঞো অ্যাডিশনাল সেশন বিচারক, কাটোয়ার কাছে স্থানান্তর করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৮ ধারার অধীনে আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে সন্তুষ্ট হন।যেখানে ২০১৭ সালের ৪০ নং দায়রা মামলা বিচারাধীন।

১২। আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী উদয় শঙ্কর চ্যাটার্জি বলেছেন যে, বিদ্বান বিচারপতির সিদ্ধান্ত ছিল যে, এমন দুটি মামলা রয়েছে যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একই হলেও অভিযোগকারী, ঘটনার সময় ও স্থান এবং উভয় মামলার অপরাধের প্রকৃতি আলাদা এবং তাই বিদ্বান বিচারক কোনও সার খুঁজে পাননি আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিলের জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে।

১৩। এটি আরও উপস্থাপিত হয় যে, এটি আইনের স্থিরীকৃত অবস্থান যে যখনই একই ঘটনা নিয়ে একই পক্ষের মধ্যে কোনও মামলা এবং পাল্টা মামলা হয় তখন এটি কাম্য যে উভয় মামলা একই সাথে একই আদালত এবং রায় দ্বারা বিচার ও নিষ্পত্তি করা উচিত একই দিনে।

১৪। রাজ্যের আইনজীবী শ্রী মনোরঞ্জন মাহাতো মামলার ডায়েরি রেখেছেন এবং বলেছেন যে এটি একটি সত্য যে দুটি মামলা একই পক্ষের মধ্যে এবং একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়।

১৫। যথাযথ পরিষেবা থাকা সত্ত্বেও, বিপরীত পক্ষের পক্ষে কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই, নং 2 থেকে 14।

১৬। শ্রী চ্যাটার্জী **আসর শেখ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০০৪ সিআর এলআর (কলকাতা) ৮০০),** অনুচ্ছেদ ৮ থেকে ১২-এর রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যা নিম্নরূপ পড়েঃ-

> "৮। ফৌজদারি কার্যবিধি মামলা এবং পাল্টা মামলার বিচারের ক্ষেত্রে নীরব। আইনের এই ধূসর অংশটি অপসারণের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে পর্যবেক্ষণ করেছে যে এটি বিচারিক ঘোষণার মাধ্যমে পুনরায় পূরণ করা উচিত। অনেক আগে ১৯২৯ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ গোর্ট পার্থিত কৃষ্টম্মার ১৯২৯ এমডাব্লুএন ৮৮১-এ পুনরায় প্রতিবেদন করে বলেছিল যে, "একই বিষয় থেকে উদ্ভূত একটি মামলা এবং পাল্টা মামলা সর্বদা, বাস্তবসম্মতভাবে, একই আদালতে বিচার করা উচিত।" কেওয়াল কৃষ্ণ বনাম সুপ্রিম কোর্টে।সুরজ ভান অ্যান্ড আনার, এআইআর ১৯৮০ এসসি ১৭৮০; ১৯৮০ সিআরএলজে ১২৭১ (এসসি) পর্যবেক্ষণ করেছে যে যদি মামলা এবং পাল্টা মামলা বিভিন্ন আদালত দ্বারা বিচার করা হয় তবে দুটি আদালতের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে আসার ঝুঁকি রয়েছে। এই ধরনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য, এটি সাধারণত কাম্য যে দুটি মামলা আলাদাভাবে কিন্তু একই আদালত দ্বারা বিচার করা উচিত।
>
> ৯। সুপ্রিম কোর্ট নাথি লাল বনাম ইউ. পি. রাজ্য, ১৯৯০ এস. সি. সি. (সিআর) ৬৩৮ এবং সুধীর ওরস বনাম এম. পি. রাজ্য, (২০০১) ২ এস. সি. সি ৬৮৮-এ রিপোর্ট করেছে যে মামলা এবং পাল্টা মামলা একই আদালত দ্বারা নিষ্পত্তি করা উচিত এবং একই দিনে রায় ঘোষণা করা উচিত। সুপ্রিম কোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে পাল্টা মামলাগুলির মধ্যে একটি দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত তবে অন্যটি তা করেনি, তবে ম্যাজিস্ট্রেট তা সত্ত্বেও সিআর.পি.সি এর ধারা ৩২৩ এর অধীনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারেন। এমনকি পরের মামলাটি দায়রা আদালতে।

১০। নাথি লালের মামলায় (উপরে) সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে "আমরা মনে করি যে বর্তমানের মতো একটি বিষয়ে গ্রহণ করার জন্য ন্যায্য পদ্ধতি রয়েছে যেখানে ক্রস-কেসগুলি হল নির্দেশ দেওয়া যে একই বিদ্বান বিচারককে একের পর এক ক্রস-কেসগুলির বিচার করতে হবে। একটি মামলায় প্রমাণ রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পরে, তাকে অবশ্যই যুক্তিগুলি শুনতে হবে তবে তাকে অবশ্যই রায় সংরক্ষণ করতে হবে। তারপরে, তাকে অবশ্যই ক্রস-কেস শোনার জন্য এগিয়ে যেতে হবে এবং সমস্ত প্রমাণ রেকর্ড করার পরে তাকে অবশ্যই যুক্তিগুলি শুনতে হবে তবে সেই ক্ষেত্রে রায় সংরক্ষণ করতে হবে। একই বিদ্বান বিচারককে তারপরে দুটি পৃথক রায়ের মাধ্যমে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করতে হবে। প্রতিটি মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, তিনি কেবল সেই নির্দিষ্ট মামলায় রেকর্ড করা প্রমাণের উপর নির্ভর করতে পারেন। ক্রস-কেসে রেকর্ড করা প্রমাণগুলি দেখা যায় না।ক্রস-কেসে যা যুক্তি দেওয়া হয় তার দ্বারা বিচারক প্রভাবিত হতে পারেন না। প্রতিটি মামলা অবশ্যই সেই নির্দিষ্ট মামলায় রেকর্ড করা প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা ক্রস-কেসে অনুরোধ করা প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয়ে। তবে উভয় রায়ই একের পর এক একই বিদ্বান বিচারক দ্বারা উচ্চারিত হতে হবে।

১১। উপরোক্ত মামলাগুলিতে সুপ্রিম কোর্ট যে আইন প্রণয়ন করেছে, তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, বিশেষভাবে দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা ও পাল্টা মামলার ক্ষেত্রে একই আদালত এই ধরনের মামলাগুলিতে বিচার করে রায় ঘোষণা করা কাম্য। এটিও কাম্য যে, যদি মামলা ও পাল্টা মামলার মধ্যে একটি মামলা দায়রা আদালত দ্বারা একচেটিয়াভাবে বিচারযোগ্য হয়, তবে সিআর.পি.সি-এর ধারা ৩২৩-এর অধীনে ক্ষমতা বা এখতিয়ার প্রয়োগকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে অন্য মামলাটিও একই বিচারকের দ্বারা বিচারের জন্য দায়রা আদালতে জমা দিতে হবে।সুধীরের মামলায় (উপরে উল্লিখিত) আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মামলা ও পাল্টা মামলা একই আদালতে নিষ্পত্তি করা উচিত এবং একই দিনে রায় ঘোষণা করা উচিত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যদি একটি মামলার বিচার আগে শেষ হয়, তবে পাল্টা মামলা রায় দেওয়ার পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত বিদ্বান বিচারপতির রায় দেওয়া উচিত নয়।

১২। এই ধরনের বিষয়ে আইনি অবস্থান সম্পর্কে উপরে করা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার অভিমত হল যে, বিদ্বান বিচারক আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে কোনও ভুল করেননি এই বলে যে বিচারের অগ্রগতি স্থগিত করার কোনও ভিত্তি নেই। বিদ্বান বিচারক স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে পাল্টা মামলা শেষ পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত রায় সংরক্ষিত রাখা উচিত। আমার অভিমত হল যে বিদ্বান বিচারক বিদ্বানকে নির্দেশ দিতে পারতেন এস.ডি.জে.এম পাল্টা মামলা লে নাকাশিপারা পি. এস. মামলা নং ২৬/০৩ উপরে উল্লিখিত সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণায় বলা হয় না যে, দায়রা আদালতে ইতিমধ্যেই দায়ের করা দায়রা মামলার বিচার স্থগিত রাখা উচিত। বিদ্বান বিচারক ২০০৩ সালের দায়রা মামলা নং ১৩ (৯)-এর বিচার নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, যা নাকাশিপারা পি. এস. মামলা নং দায়বদ্ধতার পরেও বিচারের শেষ পর্যায়ে পৌঁছায় এবং রায়ের বিভ্রান্তির পর্যায়ে পৌঁছায় এবং তারপরে বিদ্বান বিচারককে একই দিনে মামলা ও পাল্টা মামলার রায় প্রদান করতে হয়।

১৭। নথি থেকে এটা স্পষ্ট যেঃ-

i) মামলা এবং পাল্টা মামলা উভয়ই একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়।

ii) উভয় ক্ষেত্রেই পক্ষগুলি একই/সম্পর্কিত।

iii) একই ঘটনা থেকে অভিযুক্ত অপরাধের উদ্ভব হয়।

iv) উভয় ক্ষেত্রেই ঘটনার তারিখ একই এবং উদ্ভূত হয় একই লেনদেনের ধারা।

১৮. (i) সুপ্রিম কোর্ট নাথি লাল এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্য, ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুলাই ফৌজদারি আপিল নং ৩৭২ অনুষ্ঠিত হয়ঃ-

> **২**.   আমরা মনে করি যে বর্তমানের মতো একটি বিষয়ে গ্রহণ করার জন্য ন্যায্য পদ্ধতি যেখানে ক্রস মামলাগুলি রয়েছে, নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে একই বিদ্বান বিচারককে একের পর এক ক্রস মামলাগুলি অবশ্যই বিচার করতে হবে। একটি মামলায় সাক্ষ্য রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পরে, তাকে অবশ্যই যুক্তিগুলি শুনতে হবে তবে তাকে অবশ্যই রায় সংরক্ষণ করতে হবে। তারপরে তাকে অবশ্যই ক্রস মামলা শোনার জন্য এগিয়ে যেতে হবে এবং সমস্ত প্রমাণ রেকর্ড করার পরে তাকে অবশ্যই যুক্তিগুলি শুনতে হবে তবে সেই ক্ষেত্রে রায় সংরক্ষণ করতে হবে। একই বিদ্বান বিচারককে তারপরে দুটি পৃথক রায় দিয়ে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করতে হবে। প্রতিটি মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, তিনি কেবল সেই নির্দিষ্ট মামলায় রেকর্ড করা প্রমাণের উপর নির্ভর করতে পারেন।ক্রস মামলায় রেকর্ড করা প্রমাণগুলি খতিয়ে দেখা যায় না। এমনকি ক্রস মামলায় যা যুক্তি দেওয়া হয় তার দ্বারা বিচারক প্রভাবিত হতে পারেন না। প্রতিটি মামলার সিদ্ধান্ত অবশ্যই সেই প্রমাণের ভিত্তিতে নেওয়া উচিত যা রেকর্ড করা হয়েছে। ক্রস মামলায় অনুরোধ করা প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয়ে সেই নির্দিষ্ট মামলাটি। তবে উভয় রায়ই একের পর এক একই বিদ্বান বিচারক দ্বারা উচ্চারিত হতে হবে।

(ii) সুপ্রিম কোর্ট নাসিতব সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য ও অন্য, ফৌজদারি আপিল নম্বর ১০৫১-১০৫৪ ২০২১ ফৌজদারি আপিল সহ ২০২১ সালের সংখ্যা. ১০৫৫-১০৫৯,০৮.১০.২০২১-এ অনুষ্ঠিতঃ-

৪১। নাথি লাল মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তটি একটি আদেশ হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে অন্য মামলার প্রমাণ উল্লেখ না করে দুটি পৃথক রায়ের মাধ্যমে ক্রস মামলাগুলি অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে। আদেশটি সম্পূর্ণরূপে নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"১। বিশেষ অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে। উভয় পক্ষের কথা শুনেছি।

২। আমরা মনে করি যে বর্তমানের মতো একটি বিষয়ে গ্রহণ করার জন্য ন্যায্য পদ্ধতি যেখানে ক্রস মামলাগুলি রয়েছে নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে একই বিদ্বান বিচারককে একের পর এক ক্রস মামলাগুলি অবশ্যই বিচার করতে হবে। একটি মামলায় সাক্ষ্য রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পরে, তাকে অবশ্যই যুক্তিগুলি শুনতে হবে তবে তাকে অবশ্যই রায় সংরক্ষণ করতে হবে। তারপরে তাকে অবশ্যই ক্রস মামলা শোনার জন্য এগিয়ে যেতে হবে এবং সমস্ত প্রমাণ রেকর্ড করার পরে তাকে অবশ্যই যুক্তিগুলি শুনতে হবে তবে সেই ক্ষেত্রে রায় সংরক্ষণ করতে হবে। একই বিদ্বান বিচারককে তারপরে দুটি পৃথক রায় দিয়ে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করতে হবে। প্রতিটি মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, তিনি কেবল সেই নির্দিষ্ট মামলায় রেকর্ড করা প্রমাণের উপর নির্ভর করতে পারেন।ক্রস মামলায় রেকর্ড করা প্রমাণগুলি খতিয়ে দেখা যায় না। এমনকি ক্রস মামলায় যা যুক্তি দেওয়া হয় তার দ্বারা বিচারক প্রভাবিত হতে পারেন না। প্রতিটি মামলা অবশ্যই সেই নির্দিষ্ট মামলায় রেকর্ড করা প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা ক্রস মামলায় অনুরোধ করা প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয়ে। তবে উভয় রায়ই একের পর এক একই বিদ্বান বিচারক দ্বারা উচ্চারিত হতে হবে।

৩। আমরা এই আপিলটি আংশিকভাবে পূর্বোক্ত পরিমাণে অনুমোদন করি এবং বিদ্বান বিচারককে নির্দেশ দিই যে তিনি একটি ব্যক্তিগত অভিযোগের মাধ্যমে পুলিশ মামলা এবং উত্তরদাতা-অভিযোগকারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্রস মামলা নিয়ে এগিয়ে যান এবং উপরে দেওয়া নির্দেশের আলোকে উভয় বিষয়ে বিচার পরিচালনা করেন। বিদ্বান বিচারক এই ক্রস মামলাগুলিকে অগ্রাধিকার দেবেন এবং উভয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করবেন।

১৯। সুতরাং, সংশোধনের অধীনে ক্রমের ফলাফলগুলি অনুসারে নয় আইনের সাথে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, আলাদা করা দায়বদ্ধ।

২০। সংশোধনমূলক আবেদনটি ২০১৯ সালের সি. আর. আর ১১৬৬ হওয়ার জন্য সেই অনুযায়ী অনুমোদিত।

২১। ২০১৮ সালের ফৌজদারি বিবিধ মামলায় বর্ধমানের বিজ্ঞ সেশন বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত ২৬.০৩.২০১৯ তারিখের বিতর্কিত আদেশ, যার মাধ্যমে বিজ্ঞ বিচারক ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৮ ধারার অধীনে আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

২২। তদনুসারে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বিজ্ঞ কোর্টে বিচারাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১৬ সালের কেটুগ্রাম পি. এস. মামলা নম্বর ৩৬৬ থেকে উদ্‌ভূত ২০১৬ সালের জি. আর. মামলা নম্বর ১০৯৭। অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বিজ্ঞ কোর্টে বিচারাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪-এর অধীনে, কাটোয়াকে ২০১৭ সালের ৪০ নম্বর দায়রা বিচারক, কাটোয়া, বর্ধমানের ফাইলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যা জি. আর. কেস নম্বর ৯১১ থেকে উদ্ভূত ২০১৬ সালের কেটুগ্রাম পি. এস. মামলা নম্বর ৩২৬ তারিখের ধারা ৩৪-এর অধীনে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, কাটোয়া, জেলা-বর্ধমানের কাছে বিচারাধীন রয়েছে।

২৩। সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৪। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

২৫। প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের অনুলিপি অবিলম্বে বিজ্ঞ বিচার আদালতে প্রেরণ করা হোক।

২৬। এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনী মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে আনুষ্ঠানিকতা।

(বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly